মূল্য ও মজুরি

ভোক্তা মূল্য

৩.১ সাম্প্রতিক বছরগুলোর ন্যায় অর্থবছর ০৭-এ ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা নির্ণীত মূল্যস্ফীতির হারে ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত থাকে। মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহের অব্যাহত উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে আলোচ্য বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ সামগ্রিক চাহিদার ক্রমবর্ধমান চাপ, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রধান পণ্যসমূহ বিশেষ করে, খাদ্য ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি (সারণী ৩.৩), তেলের অভ্যন্তরীণ মূল্য সমন্বয়, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটসমূহের মূল্য বৃদ্ধির তৎপরতা এবং দুর্নীতি ও মজুতদারি বিরোধী সরকারের অভিযানের ফলে ব্যবসায়িক আস্থা হ্রাস প্রভৃতি কারণে মূল্যস্ফীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। যেখানে ১২-মাসের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে (ভিত্তিঃ অর্থবছর ৯৬ = ১০০) মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৭.৫ ভাগ থেকে উলেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৯.২ ভাগে দাঁড়ায়, সেখানে ১২-মাসের গড় ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৭.১৬ ভাগ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৭.২ ভাগে দাঁড়ায় (সারণী ৩.১, চার্ট ৩.১)। অর্থবছর ০৭-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতিতে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২০০৬ সালের জুন মাসের শতকরা ৮.৮ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে শতকরা ৯.০ ভাগে দাঁড়ায় এবং অতঃপর ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে ক্রমহ্রাসমান ধারায় শতকরা ৬.৭ ভাগে দাঁড়ায়, যা ছিল অর্থবছর ০৭-এর খাদ্য মূল্যস্ফীতির সর্বনিম্ন হার। এরপর খাদ্য মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০০৭ সালের জুন মাস শেষে শতকরা ৯.৮ ভাগে দাঁড়ায়, যা ছিল অক্টোবর ০৪-এর পর খাদ্য মূল্যস্ফীতির সর্বোচ্চ হার (শতকরা ১০.৫ ভাগ)। অপরপক্ষে, খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ২০০৬ সালের জুন মাসের শতকরা ৫.৭ ভাগ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০০৬-এ শতকরা ৪.৭ ভাগে দাঁড়ায়। অতঃপর খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালের জুন মাসে শতকরা ৮.৩ ভাগে দাঁড়ায়।

চার্ট ৩.১

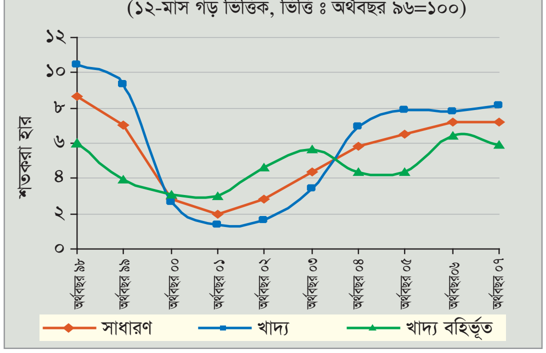

জাতীয় পর্যায়ে সিপিআই ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি
(১২-মাস গড় ভিত্তিক, ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

চার্ট ৩.২

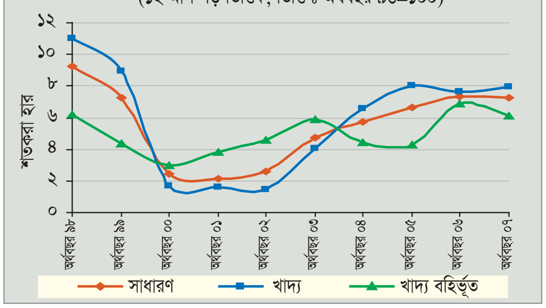

গ্রামীণ পর্যায়ে সিপিআই ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি
(১২-মাস গড় ভিত্তিক, ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

চার্ট ৩.৩

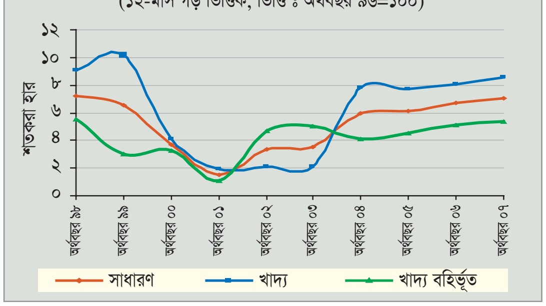

শহর পর্যায়ে সিপিআই ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি
(১২-মাস গড় ভিত্তিক, ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬=১০০)

৩.২ অর্থবছর ০৭-এ ১২-মাসের গড় ভিত্তিতে খাদ্য উপ-সূচকের মূল্যস্ফীতিতে মিশ্রধারা এবং মার্চ ২০০৭ পর্যন্ত খাদ্য-বহির্ভূত উপ-সূচকের মূল্যস্ফীতিতে নিম্নমুখী ধারা পরিলক্ষিত হয়। এরপর জুন ২০০৭ পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৭.৮ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ উচ্চতর হারে শতকরা ৮.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, খাদ্য-বহির্ভূত উপ-সূচকের মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৬.৪ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ অপেক্ষাকৃত কম হারে শতকরা ৫.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণী ৩.১, চার্ট ৩.১)। তবে, এ সময় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্যের কারণে খাদ্য মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী ধারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়। গ্রামীণ এলাকায় ভোক্তা মূল্যসূচকের ভিত্তিতে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৭.৪ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ সামান্য নিম্নতর হারে শতকরা ৭.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণী ৩.১, চার্ট ৩.২)। খাদ্য উপ-সূচকের মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এ শতকরা ৭.৬ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ হারে শতকরা ৭.৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে খাদ্য বহির্ভূত উপ-সূচকের মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৬.৯ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৬.১ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শহর এলাকায় ভোক্তা মূল্যসূচক ভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৬.৭ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৭.০ ভাগ বৃদ্ধি পায় (সারণী ৩.১, চার্ট ৩.৩)। শহর এলাকায় খাদ্য মূল্য সূচকভিত্তিক বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৮.১ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৮.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যেখানে খাদ্য-বহির্ভূত উপ-সূচকে অর্থবছর ০৬-এর শতকরা ৫.১ ভাগ বৃদ্ধির তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ শতকরা ৫.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৭-এ শহুরে ভোক্তাগণ শতকরা ৮.৫ ভাগ এবং পলি- এলাকার ভোক্তাগণ শতকরা ৭.৯ ভাগ খাদ্য মূল্যস্ফীতির সম্মুখীন হয়। এর কারণ হিসেবে জ্বালানি তেল, বীজ, সার ও কীটনাশকের খরচ বৃদ্ধির কারণে দেশের অভ্যন্তরে খাদ্য উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি ও উচ্চ পরিবহন ব্যয়ের কথা উলেখ করা যায়। তদুপরি, আন্তর্জাতিক বাজারে আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের উচ্চ মূল্যের কারণে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহে ব্যাঘাত, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কার্যকলাপ এবং ব্যবসায়িক আস্থা হ্রাসের কারণে উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির উদ্ভব ঘটে। অন্যদিকে, অর্থবছর ০৭-এ গ্রামাঞ্চলের ভোক্তারা শতকরা ৬.১ ভাগ খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির সম্মুখীন হয়।

সারণী ৩.১ বার্ষিক গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্য সূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬ = ১০০)

বিভাগ	গুরুত্ব	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭
ক) জাতীয় পর্যায়				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৫৩.২৪ (৬.৪৯)	১৬৪.২১ (৭.১৬)	১৭৬.০৪ (৭.২০)
খাদ্য	৫৮.৮৪	১৫৮.০৮ (৭.৯০)	১৭০.৩৫ (৭.৭৬)	১৮৪.১৬ (৮.১১)
খাদ্য বহির্ভূত	৪১.১৬	১৪৭.১৪ (৪.৩৩)	১৫৬.৫৬ (৬.৪০)	১৬৫.৭৯ (৫.৯০)
খ) গ্রামীণ				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৫৪.০৩ (৬.৬২)	১৬৫.৩৭ (৭.৩৬)	১৭৭.৪১ (৭.২৮)
খাদ্য	৬২.৯৬	১৫৬.৮২ (৭.৯৯)	১৬৮.৭৭ (৭.৬২)	১৮২.১৬ (৭.৯৩)
খাদ্য বহির্ভূত	৩৭.০৪	১৪৯.২৯ (৪.২৭)	১৫৯.৫৯ (৬.৯০)	১৮৯.৩৩ (৬.১০)
গ) শহর				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৫১.২৯ (৬.১৪)	১৬১.৩৯ (৬.৬৮)	১৭২.৭২ (৭.০২)
খাদ্য	৪৮.৮০	১৬১.১৪ (৭.৭১)	১৭৪.১৮ (৮.০৯)	১৮৯.০৩ (৮.৫৩)
খাদ্য বহির্ভূত	৫১.২০	১৪১.৯০ (৪.৪৯)	১৪৯.২০ (৫.১৪)	১৫৭.১৭ (৫.৩৪)

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।

সারণী ৩.২ সার্ক (SAARC) এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মূল্যস্ফীতির* ধারা

দেশের নাম	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭
১। বাংলাদেশ@	৪.৪	৫.৮	৬.৫	৭.১৬	৭.২
২। ভারত	৩.৮	৩.৮	৪.৩	৫.৮	৬.৭ (এপ্রিল)
৩। পাকিস্তান	২.৯	৭.৪	৯.১	৭.৯	৭.৪ (মে)
৪। নেপাল	৫.৭	২.৮	৬.৮	৭.৬	৪.৬ (মে)
৫। ভুটান	২.১	৪.৬	৫.৩	৫.০	-
৬। শ্রীলংকা	৬.৩	৭.৬	১১.৬	১৩.৭	১৩.৭ (মে)
৭। মালদ্বীপ	-২.৯	৬.৪	৩.৩	৩.৭	৬.৪ (মে)
অন্যান্য এশীয় দেশসমূহ					
৮। থাইল্যান্ড	১.৮	২.৮	৪.৫	৪.৬	১.৯ (জুন)
৯। সিঙ্গাপুর	০.৫	১.৭	০.৫	১.০	১.১ (মে)
১০। মালয়েশিয়া	১.১	১.৫	৩.০	৩.৬	১.৫ (জুন)
১১। ইন্দোনেশিয়া	৬.৬	৬.২	১০.৫	১৩.১	৬.০ (মে)
১২। কোরিয়া	৩.৬	৩.৬	২.৮	২.২	২.৬ (জুন)

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিসটিকস্ (আইএফএস), আইএমএফ, আগষ্ট ২০০৭।

* = ভোক্তা মূল্য সূচক (ভিত্তি ঃ ২০০০=১০০), @ = ভোক্তা মূল্য সূচক (ভিত্তি ঃ ১৯৯৫-৯৬=১০০), সংখ্যাগুলো অর্থবছরের (জুলাই-জুন) সাথে সম্পর্কিত।

শহরাঞ্চলের ভোক্তাদের এ হার ছিল শতকরা ৫.৩ ভাগ। এ অবস্থার জন্য এপ্রিল ২০০৭ এ সরকার কর্তৃক জ্বালানি তেল বিশেষ করে, বহুল ব্যবহৃত কেরোসিন ও ডিজেলের উর্ধ্বমুখী পুনর্নির্ধারণের কারণে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি চিহ্নিত করা যায়, যার ফলে গ্রামাঞ্চলে খাদ্য-বহির্ভূত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।

৩.৩ অর্থবছর ০৭-এ মুদ্রা সরবরাহ ও অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি উচ্চ মাত্রায় ছিল। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ ও অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ডিসেম্বর ২০০৭ এ ছিল যথাক্রমে শতকরা ২২.৩ ভাগ ও শতকরা ২০.৭ ভাগ। শ্রেয়তর মুদ্রা ব্যবস্থাপনার ফলে এ প্রবৃদ্ধির হার জুন ২০০৭

সারণী ৩.৩ প্রধান পণ্যসমূহের আন্তর্জাতিক মূল্য পরিবর্তন

(শতকরা হার)

পণ্য	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭ (জুন)
পেট্রোলিয়াম	১৫.৮	৩০.৮	৪১.৩	২০.৪	-৪.১
তুলা	৩৭.১	-২.৩	-১১.০	৫.২	০.০
চাল	৪.০	২৩.২	১৭.১	৫.৫	৫.৭
গম	-১.৬	৭.৩	-২.৮	২৫.৮	৫.৪
পামওয়েল	২৫.০	৫.৯	-১৫.৪	১৩.৪	৫২.২
সয়াবিন তেল	২২.১	১৮.০	-১৬.০	১১.২	২৭.৯
চিনি	৮.৮	১২.২	-০.৭	১.৩	৬.৭

উৎস ঃ ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিসটিকস্, আইএমএফ, আগষ্ট ২০০৭।

চার্ট ৩.৪

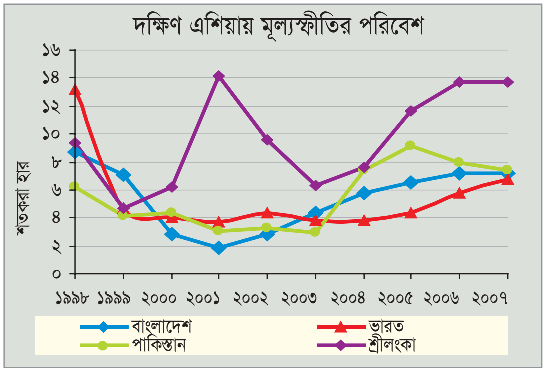

চার্ট ৩.৫

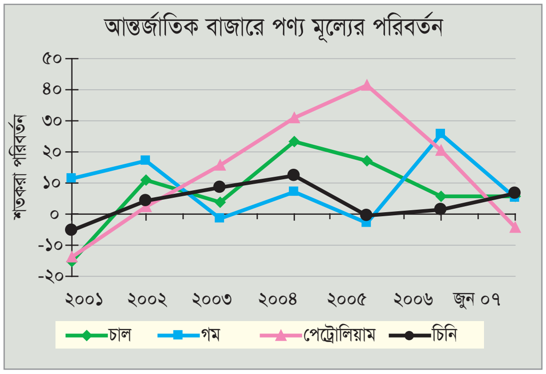

সারণী ৩.৪ বার্ষিক গড় ভিত্তিক সিপিআই (ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৯৬ = ১০০) জাতীয় পর্যায়, ভোক্তা ঝুড়ির উপ-বিভাগ অনুসারে

বিভাগ/ উপ-বিভাগ	গুরুত্ব	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	% পরিবর্তন (৪-৩)	% পরিবর্তন (৫-৪)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সাধারণ সূচক	১০০.০০	১৫৩.২৪	১৬৪.২১	১৭৬.০৪	৭.১৬	৭.২০
১। খাদ্য, পানীয় ও তামাক	৫৮.৮৪	১৫৮.০৮	১৭০.৩৫	১৮৪.১৬	৭.৭৬	৮.১১
২। খাদ্য-বহির্ভূত	৪১.১৬	১৪৭.১৪	১৫৬.৫৬	১৬৫.৭৯	৬.৪০	৫.৯০
ক) বস্ত্র ও পাদুকা	৬.৮৫	১৪২.১৫	১৪৮.৩৫	১৫৬.৭৯	৪.৩৬	৫.৬৯
খ) ভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৬.৮৭	১৪১.৪৩	১৫২.০৫	১৬২.৩২	৭.৪৯	৬.৭৮
গ) আসবাবপত্রাদি, গৃহায়ন সামগ্রী ও পরিচালনা	২.৬৭	১৪৩.১৮	১৫১.২১	১৬২.৬১	৫.৬০	৭.৫৪
ঘ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যগত ব্যয়	২.৮৪	১৬২.৪৭	১৬৯.৬২	১৭৮.৪৯	৪.৪০	৫.২৩
ঙ) পরিবহন ও যোগাযোগ	৪.১৭	১৭৯.৯৪	১৯১.৬৬	২০১.১৫	৬.৫১	৪.৯৫
চ) চিত্ত বিনোদন, আপ্যায়ন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সেবা	৪.১৩	১৫০.২৩	১৬৫.৪২	১৭১.৪৭	১০.১১	৩.৬৬
ছ) বিবিধ দ্রব্য ও সেবা	৩.৩৬	১৩৭.৭৮	১৪৩.২৫	১৫১.৪৪	৩.৯৭	৫.৭২

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

শেষে যথাক্রমে শতকরা ১৭.১ ভাগ ও শতকরা ১৪.৫ ভাগে হ্রাস পায়। দু'টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলক যথাঃ রপ্তানি আয় ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স নীট বৈদেশিক সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি ঘটায় এবং যার ফলে অর্থবছর ০৭-এ উচ্চ মূল্যস্ফীতি ঘটে। অর্থবছর ০৭-এর জন্য প্রক্ষেপিত মুদ্রা সরবরাহ শতকরা ১৪.৭ ভাগ এবং নামিক মোট দেশজ উৎপাদনের (Nominal GDP) শতকরা ১২.৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির তুলনায় মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধির হার বেশ উচ্চতর ছিল। যদি মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির তুলনায় বেশি হয়, তখন মুল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু, উদীয়মান বাজার অর্থনীতিসমূহের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদার বিপরীতে রপ্তানিকারক দেশসমূহের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার কারণে খাদ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য উলেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামের দাম ৭০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি উঠানামা করার ফলে মূল্যস্ফীতি ঘটে, যেহেতু অভ্যন্তরীণ পণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক মূল্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জ্বালানি তেলের উপর ভর্তুকির বোঝা লাঘব করা ও তেলের মূল্য আন্তর্জাতিক মূল্যের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এপ্রিল ২০০৭-এ অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করে (কেরোসিন ও ডিজেলের দাম শতকরা ২১.২ ভাগ, পেট্রোল শতকরা ১৬.১ ভাগ ও অকটেনে শতকরা ১৫.৫ ভাগ মূল্যবৃদ্ধি)। জ্বালানি তেলের এ উর্ধ্বমুখী মূল্যের সমন্বয় দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিতে প্রভাব রাখে। অন্যান্য অ-অর্থনৈতিক কারণ যেমন- ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের তৎপরতা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আস্থা হ্রাসের কারণেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকতে পারে।

চার্ট ৩.৬

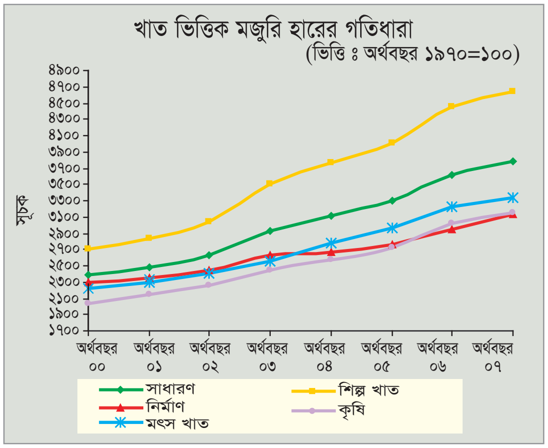

সারণী ৩.৫ খাতভিত্তিক মজুরি হার সূচক ধারা

(ভিত্তি ঃ অর্থবছর ৭০ = ১০০)

	অর্থবছর ০৩	অর্থবছর০৪	অর্থবছর০৫	অর্থবছর০৬	অর্থবছর০৭
সাধারণ	২৯২৬.৩	৩১১১.১	৩২৯২.৯	৩৬১৫.৪	৩৭৭৮.৮
	(১০.৯৬)	(৬.৩২)	(৫.৮৪)	(৯.৭৯)	(৪.৫২)
ম্যানুফ্যাকচারিং	৩৫০১.০	৩৭৬৫.৪	৪০১৫.০	৪৪৪৪.৬	৪৬৩৫.৯
	(১৫.৩৭)	(৭.৫৫)	(৬.৬৩)	(১০.৭০)	(৪.৩০)
নির্মাণ	২৬২৪.৩	২৬৬৮.৫	২৭৫৮.২	২৯৪৮.৫	৩১৩৪.৮
	(৭.৩৯)	(১.৬৮)	(৩.৩৬)	(৬.৯০)	(৬.৩২)
কৃষি	২৪৪২.৬	২৫৮১.৫	২৭১৯.২	৩০২১.৫	৩১৫৫.৭
	(৭.৯৬)	(৫.৬৯)	(৫.৩৩)	(১১.১২)	(৪.৪৪)
মৎস্য	২৫৬২.৬	২৭৭৪.৮	২৯৫৭.৬	৩২১৭.৭	৩৩৩২.০
	(৬.৩০)	(৮.২৮)	(৬.৫৮)	(৮.৮১)	(৩.৫৫)

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার নির্দেশক।

৩.৪ অর্থবছর ০৭-এ প্রধানত বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মূল্যস্ফীতিতে মিশ্র ধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায়, অর্থবছর ০৭-এ বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরে ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা নির্ণীত মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭.২ ভাগ (জুন ২০০৭), শতকরা ৬.৭ ভাগ (এপ্রিল ২০০৭), শতকরা ৬.৪ ভাগ (মে ২০০৭), শতকরা ২.৬ ভাগ (জুন ২০০৭), শতকরা ১.১ ভাগ (মে ২০০৭) (সারণী ৩.২)। এ গতিধারার বিপরীতে পাকিস্তান (মে ২০০৭ এ শতকরা ৭.৪ ভাগ), ইন্দোনেশিয়া (মে ২০০৭ এ শতকরা ৬.০ ভাগ), নেপাল (মে ২০০৭ এ শতকরা ৪.৬ ভাগ), থাইল্যান্ড (জুন ২০০৭ এ শতকরা ১.৯ ভাগ) এবং মালয়েশিয়ায় (জুন ২০০৭ এ শতকরা ১.৫ ভাগ) ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা নির্ণীত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পায়, যদিও ২০০৭ সালে ঐ সব দেশগুলোর কয়েকটিতে মূল্যস্ফীতি উচ্চস্তরে ছিল। উচ্চ মূল্যস্ফীতির দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল শ্রীলংকায় (মে ২০০৭ এ শতকরা ১৩.৭ ভাগ)।

মজুরি হারের গতিধারা

৩.৫ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্তে দেখা যায়, অর্থবছর ০৭-এ প্রায় সকল খাতেই মজুরির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও গত কয়েক বছর যাবৎ এ সকল খাতে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল। বার্ষিক গড় মজুরি হার সূচকে (সারণী ৩.৫, চার্ট ৩.৬) দেখা যায়, সাধারণ মজুরির হার অর্থবছর ০৬-এর (শতকরা ৯.৮ ভাগ) তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ কম হারে শতকরা ৪.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ম্যানুফ্যাক্চারিং, নির্মাণ, কৃষি এবং মৎস্য খাতে মজুরির হার অর্থবছর ০৬-এর যথাক্রমে শতকরা ১০.৭ ভাগ, ৬.৯ ভাগ, ১১.১ ভাগ ও ৮.৮ ভাগের তুলনায় অর্থবছর ০৭-এ যথাক্রমে শতকরা ৪.৩ ভাগ, ৬.৩ ভাগ, ৪.৪ ভাগ ও ৩.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অর্থবছর ০৭-এ ম্যানুফ্যাক্চারিং, নির্মাণ, কৃষি এবং মৎস্য খাতে মজুরির হার ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা নির্ণীত মূল্যস্ফীতির হার (শতকরা ৭.২ ভাগ)-এর নীচে অবস্থান করছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এসব খাতের শ্রমিকদের আয়স্তর নিম্নতর হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে জীবনযাত্রা নির্বাহ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

মধ্যমেয়াদি মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস

৩.৬ বিশ্ব অর্থনীতি ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা নির্ণীত মূল্যস্ফীতির হারে মিশ্রধারার মধ্য দিয়ে ২০০৬ সাল অতিক্রম করে। এ সময় উন্নত অর্থনীতির মূল্যস্ফীতিতে স্থিতিশীলতা বিদ্যমান ছিল, যেখানে উদীয়মান বাজারসমূহ ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়। তবে, দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে ২০০৬ সালে মূল্যস্ফীতির ধারা ছিল উর্ধ্বমুখী। এশীয় অঞ্চলে মুদ্রাসংকোচন ও মুদ্রার মূল্যমান বৃদ্ধির দরুণ সাধারণভাবে মূল্যস্ফীতির চাপ স্বস্তিদায়ক অবস্থায় ছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ও খাদ্যদ্রব্যের অব্যাহত মূল্যবৃদ্ধির কারণে এশীয় দেশসমূহ উচ্চ মূল্যস্ফীতির জন্য আরো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে। এ সমস্যা মোকাবেলায় এ সকল দেশসমূহে অধিকতর সংকোচনমুখী মুদ্রানীতির প্রয়োজন হতে পারে। তবে ২০০৭ সালের জন্য উন্নত দেশগুলোতে ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা নির্ণীত মূল্যস্ফীতি কম হারে শতকরা ২.১ ভাগ, উদীয়মান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে শতকরা ৫.৯ ভাগ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় শতকরা ৬.৬ ভাগ প্রক্ষেপণ করা হয় (সারণী ৩.৬)। তবে প্রধানত আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য আমদানিযোগ্য পণ্যসামগ্রীর দাম উচ্চ স্তরে অবস্থান করায় বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে মাঝারি মাত্রার মূল্যস্ফীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এশীয় অঞ্চলে শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি ছিল সর্বোচ্চ; যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি ছিল মাঝারি মাত্রার। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকোচনশীল মুদ্রানীতি ও সঠিক আর্থিক নীতিসহ কর্তৃপক্ষের কতিপয় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি দু'অংকের নিচে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এবং ২০০৭ সালে মূল্যস্ফীতি শতকরা ৭.২ ভাগে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণী ৩.৬ বিশ্ব মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

(ভোক্তামূল্য সূচকের শতকরা পরিবর্তন)

	২০০৫	২০০৬	২০০৭*	২০০৮*
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহ	২.৩	২.৩	২.১	২.০
অন্যান্য বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ	৫.২	৫.১	৫.৯	৫.৩
দক্ষিণ এশিয়া	৫.০	৬.৪	৬.৬	৪.৯
বাংলাদেশ	৭.০	৬.৫	৭.২	৬.৩
ভারত	৪.২	৬.১	৬.২	৪.৪
পাকিস্তান	৯.৩	৭.৯	৭.৮	৭.০
শ্রীলংকা	১০.৬	৯.৫	১৭.০	১১.৫

উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০০৭, আইএমএফ।
* প্রক্ষেপণ।

আগস্ট ২০০৬-এ জ্বালানি তেলের মূল্য রেকর্ড পরিমাণ উচ্চ স্তরে ব্যারেল প্রতি ৭৬ মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর পর অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৬ সময়কালে পেট্রোলিয়ামের গড় মূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়ে ৫৫-৬০ মার্কিন ডলারের কাছাকাছি নেমে আসে। ২০০৬ সালে তেলের মূল্য অস্থিতিশীল থাকলেও চীন, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্যের বিকাশমান অর্থনীতিসমূহে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে তেলের মূল্য উচ্চ স্তরে অবস্থান করে। ২০০৬ সালে এ চাহিদা প্রত্যাশার চেয়ে কম এবং ২০০৫ সালের দৈনিক ১.৩ মিলিয়ন ব্যারেলের চেয়ে কম অর্থাৎ দৈনিক ০.৮ মিলিয়ন ব্যারেল বৃদ্ধি পায়। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (IEA) ২০০৭ সালের জন্য বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেল ব্যবহারের প্রবৃদ্ধি দৈনিক ১.৬ মিলিয়ন ব্যারেল প্রক্ষেপণ করেছে।

জ্বালানি তেলের ফিউচার্স ও অপশনস মার্কেট থেকে বোঝা যায়, তেলের মূল্যে ঊর্ধ্বমুখী ঝুঁকি বিদ্যমান। ২০০৬ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে ধাতব ও কৃষিপণ্যের যথাক্রমে শতকরা ৫৭ ও ১০ ভাগ মূল্যবৃদ্ধির কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জ্বালানি-বহির্ভূত পণ্যের মূল্যসূচক রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ শতকরা ২৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও ধাতব পণ্যের মূল্যে তেজিভাব থাকার কারণে এ জ্বালানি-বহির্ভূত পণ্যের মূল্যসূচক ২০০৭ সালে আরো বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা যায়।

ভুট্টা, গম ও সয়াবিন তেলের উচ্চমূল্য হেতু বিশ্বব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০ ভাগ বেড়েছে। প্রধান গম উৎপাদনকারী দেশসমূহে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন কম হওয়ায় বিগত ২৬ বছরের মধ্যে গমের মজুদ সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ভোক্তা যুক্তরাষ্ট্র একদিকে বায়োডিজেলের কাঁচামাল হিসেবে ভুট্টা ব্যবহার করছে, অন্যদিকে উচ্চমানের বায়োডিজেল উৎপাদনের জন্য সয়াবিন ও অন্যান্য ভোজ্য তেল ব্যবহার করছে। ভবিষ্যতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে জ্বালানি তেলের সাম্প্রতিক উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গম, ভুট্টা ও ভোজ্য তেলের মূল্যের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। এ প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, ২০০৭ সনে উন্নত দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি প্রায় স্থিতিশীল থাকবে, কিন্তু বিকাশমুখী বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিশেষ করে, দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে মূল্যস্ফীতি উচ্চস্তরে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।